

Teacher's Discussion

মধ্যযুগের সাহিত্য

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> অন্ধকার যুগ | <input checked="" type="checkbox"/> শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য | <input checked="" type="checkbox"/> মঙ্গল কাব্য | <input checked="" type="checkbox"/> মনসামঙ্গল কাব্য | <input checked="" type="checkbox"/> চণ্ডীমঙ্গল কাব্য |
| <input checked="" type="checkbox"/> অনুদামঙ্গল কাব্য | <input checked="" type="checkbox"/> কালিকামঙ্গল কাব্য | <input checked="" type="checkbox"/> ধর্মমঙ্গল কাব্য | <input checked="" type="checkbox"/> বৈষ্ণব পদাবলি | |

Content Discussion

মধ্যযুগের সাহিত্য (১২০১-১৮০০)

অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ। প্রথম ১৫০ বছর অন্ধকার যুগ; সাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন না পাওয়ায় ঐতিহাসিকগণ এ সময়কে বাংলা সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ’ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন।

রামাই পণ্ডিত রচিত ‘শূন্যপুরাণ’ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য। ‘নিরঞ্জনর উদ্ভা’ শূন্যপুরাণ কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা। কবিতাটি ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে রচিত।

হলায়ুধ মিশ্র রচিত সংস্কৃত গদ্যপদ্যে রচিত চম্পুকাব্য ‘সেক শুভোদয়া’। ‘সেক শুভোদয়ায়’ রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেকজির অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন।

মধ্যযুগের কাব্যধারা চারটি ধারায় প্রবাহিত:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| (১) মঙ্গল কাব্য | (২) অনুবাদ সাহিত্য |
| (৩) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও | (৪) বৈষ্ণব পদাবলী। |

□ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শাখা-প্রশাখাগুলো হচ্ছে-

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| (ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য | (খ) মঙ্গলকাব্য |
| (গ) অনুবাদ সাহিত্য | (ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী |
| (ঙ) জীবনী সাহিত্য | (চ) নাথ সাহিত্য |
| (ছ) মর্সিয়া সাহিত্য | (জ) দোভাষী পুঁথি |
| (ঝ) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ও | (ঞ) লোক সাহিত্য। |

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য মধ্যযুগের প্রথম কাব্য। এ কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। ভাবগত পুরাণের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনী অবলম্বনে লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে অবলম্বন করে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনী গড়ে উঠেছে। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১৬) পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের মল্লরাজ গুরু বৈষ্ণব মহন্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশজাত শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রকৃত নাম ‘শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ’।

বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি ছিল ‘বিদ্বদ্বল্লভ’। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি প্রদান করেন সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবি বড়ু চণ্ডীদাস। রচনাকালের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ হল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এর রচনাকাল চতুর্দশ শতক। এটি নাট-গীত (গীতি-নাট্য) ভঙ্গিতে তের খণ্ডে রচিত। সমস্ত কাব্যে মোট তিনটি চরিত্র আছে- রাধা, কৃষ্ণ ও বড়ায়ি। কাব্যটির বিষয়বস্তু হল রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। মর্তবাসী রাধা ও কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী ও বিষ্ণু। কৃষ্ণ ও রাধার আকর্ষণীয় প্রণয়কাহিনী সম্বলিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে নরনারীর প্রণয় সম্পর্কের ওপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রও এতে ফুটে ওঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন দেহবাদী রগরগে প্রেমের কাহিনী। এ কাব্যে প্রথমে যে রাধাকে দেখানো হয় তিনি প্রেমের তাৎপর্য বুঝেন না। বড়ায়ির সহায়তায় নানা ছল করে কৃষ্ণ কীভাবে রাধার সাথে দৈহিক মিলনের স্বাদ নিলেন এ কাব্যে তা বিশদ বর্ণিত হয়েছে। মিলনের পর কৃষ্ণ রাধার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং কাজের ছুতায় অন্যত্র গমন করে। রাধার চরম বিরহের মধ্য দিয়ে এ কাব্যের পরিসমাপ্তি। রাধার তীব্র বিরহ এ কাব্যে দরদর সাথে অঙ্কিত হয়েছে।

মধ্যযুগে পুঁথিগুলো নকল হওয়ার সময় ভাষার পরিবর্তন ঘটলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পুরানো বাংলার লক্ষণ রয়ে গেছে। ধারণা করা হয়, এ কাব্য জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল এবং লোকমুখে জনপ্রিয় ছিল না। বড়ু চণ্ডীদাস এ কাব্য রচনা করেছিলেন চৈতন্যদেবের আগে। চৈতন্যদেব

বৈষ্ণব দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেহবাদী কাহিনী আর জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারে নি। ফলে এ কাব্য বন্দী হয় পুঁথির পাতায়।

□ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে চণ্ডীদাস তিন জন-

- (১) বড় চণ্ডীদাস; (২) দ্বিজ চণ্ডীদাস ও (৩) দীন চণ্ডীদাস।
বড় চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের, দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্য যুগের
এবং দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য পরবর্তী যুগের কবি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের
বড় চণ্ডীদাস বাসুলী দেবীর ভক্ত।
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি লাইন-
'কে না বাঁশী বা এ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে'

মঙ্গল কাব্য

মঙ্গল কাব্য- ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে খ্যাত। খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এসব মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। অনেকের মতে এক মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত পালাকারে গতি হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী হচ্ছেন মনসা ও চণ্ডী।

মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো পূজনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে। প্রতিটি কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পালায় বিভক্ত- মনসামঙ্গল ৩০ পালায়, চণ্ডীমঙ্গল ১৬ পালায়।

মঙ্গলকাব্য দু' শ্রেণিতে বিভক্ত-

- (১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য;
(২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নবর্ণের মানুষের প্রাধান্য দেখা যায়।
মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থল ও গ্রাম্যতাপূর্ণ, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

মনসামঙ্গল কাব্য

সর্পসংকুল ভারতবর্ষে নানা মূর্তিতে সাপের পূজা হয়- উত্তর ভারতে সরীসৃপ মূর্তির, দক্ষিণ ভারতে জীবিত সর্পের পূজা হয়। পূর্বভারতে তথা বঙ্গদেশে মনসার ঘাটের পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে সাপের দেবতা বাসুকী পুরুষ বঙ্গদেশে মনসা নারী। মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গল কাব্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যের নাম চরিত্র লৌকিক দেবী-সর্পদেবী মনসা। মনসা দেবীর অন্য নাম- কেতকা ও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র- দেবী মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা ও লখিন্দর।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি

- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত। তার পুঁথি পাওয়া যায় নি। বিজয়গুপ্ত হরিদত্তকে মূর্খ ও ছন্দোজ্ঞানহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মনসা কাহিনীর যে কাঠামো তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কয়েক শত বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে, এটি তার মৌলিকতার পরিচয়।
□ সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্ত। তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ। কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার কাব্যের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল।
মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বোরখামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ দেব

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তার কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ' পদ্মপুরাণের একটি চরণ-

"সিবলিঙ্গ আমি পুঁজি জেই হাতে
সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে"।

- কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৪৯৫ সালে 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেন। চব্বিশ পরগণা জেলার নদুড়া চট্টগ্রাম (পাঠান্তরে বাদুড়া) ছিল বিপ্রদাসের নিবাস। তার পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত।
□ বিজয় বংশীদাস রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাটুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কবি দ্বিজ বংশীদাস সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং বাড়িতে টোল চালাতেন।
□ আরেক জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-এর মূল নাম ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস তার উপাধি। কেতকা দেবী মনসার অপর নাম। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব রয়েছে।
□ দেবনাগরী অক্ষরে ও আঞ্চলিক শব্দে লিখিত আর ও একটি পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে যার রচয়িতা ক্ষেমানন্দ নামে আরেক স্বতন্ত্র কবি।
□ বাইশা: বাইশা কবির পদসংকলন বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা বাইশ কবির মনসা বা বাইশা নামে খ্যাত।
□ মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা মনসা ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছিল।
□ বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের নামে গানে সন্তুষ্ট করলে মৃত স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পায়। চাঁদ সওদাগর অন্যদিকে ফিরে বাম হাতে মনসার মূর্তিতে ফুল ছুড়ে দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দু'খণ্ডে বিভক্ত- (ক) আক্ষেপিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আক্ষেপিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ড বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্গগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্গগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দিয়ে পূজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু উপাখ্যানে বৌচণ্ডী স্বর্গগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্গগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে

গেলে কালকেতুর গরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দিয়ে পূজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশ কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল নীলাম্বর। ফুল্লুরা ছিল নীলাম্বর পত্নী, স্বর্গরাজ্যের নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্রাহ্মের ঘরে জন্ম নেয়। ধনপতি সদাগরের কাহিনীর প্রধান চরিত্র ধনপতি সওদাগর, লহনা, খুল্লনা, দেবীচণ্ডী, সিংহল রাজ, শ্রীমন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গোড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবী চণ্ডীর দয়ায় তিনি সুস্থ হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেন।
- দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তার কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। তার কাব্যে চণ্ডীর নাম ‘মঙ্গলচণ্ডী’। ‘মঙ্গল’ নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হল কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাকুড়া রায়ের অড়রা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথে পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম ‘শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’ রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে ‘কবিকঙ্কন’ উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে স্বয়ংগৃহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের না ‘চণ্ডীমঙ্গল’; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ‘অভয়মঙ্গল’, ‘আম্বিকামঙ্গল’, ‘গৌরীমঙ্গল’, ‘চণ্ডিকামঙ্গল’ নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত-

- (১) দেবখণ্ড-সতী ও পার্বতীর কাহিনী;
- (২) আক্ষেপিক খণ্ড-কালকেতুর কাহিনী ও
- (৩) বণিক খণ্ড- ধনপতি সদাগরের কাহিনী।

- চণ্ডীমঙ্গলের আরে কবি দ্বিজ রামদেব। তার কাব্যের নাম ‘অভয়ামঙ্গল’ কাব্য।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে (বর্তমানে আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।
- দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম ‘সারদামঙ্গল’।

- সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’ রচনা করেন।
- কবি লালা জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা অধিবাসী ছিলেন। কবি লালা জয়নারায়ণ সেন এর কাব্যের নাম “হরিলীলা”।
- কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চলিক রচনা। তার কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

দেবী অন্নদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অন্নদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত- (১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড- বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড-ভবানন্দ মানসিংহ অন্নদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা, হরিহোড়, ভবানন্দ, ঈশ্বরী পাটনি।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর, কালিকামঙ্গল উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র-মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অন্নদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অন্নদামঙ্গলের কবি

- অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান বিভাগের ভূরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সালে বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।
- ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় দেবানন্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে ‘সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনার মধ্যে দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতার মুগ্ধ হয়ে কবিকে ‘গুণাকর’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।
- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল ‘অন্নদামঙ্গল’ ও সত্য পীরের পাঁচালী’। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হল- ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন’ এবং ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙক্তি: “প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে। যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে”।

- ভারতচন্দ্র রায় মৈথিলী কবি ভানুদত্তের ‘রসমঞ্জরী’ কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা ‘চণ্ডীনাটক’।

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপ গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয় সুন্দরী ও বিদূষী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তার ‘চৌরপঞ্চাশিকা’ কাব্যে সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিলহন একাদশ শতকে কবি। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়কাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

- কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনী অবলম্বনে রচিত লোকগাথা ‘কঙ্ক ও লীলা’ নামে ময়মনসিংহ গীতিকোষ স্থান পেয়েছে।
- বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামের কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুশরত শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।
- অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা। তার কালিকামঙ্গলে তিনি অশ্লীলরূপে নারী মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নারীদের সম্পর্কে অনেক স্থূল রসিকতা করেছেন। সুন্দর নামে এক বিদেশি বিদ্যাশিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যা নামে এক বাঙালি কন্যার প্রণয় ও মিলনের কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য।
- সাবিরিদ্দ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি ‘রসূল বিজয়’ কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর রাজ্য জয়, তার মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে ‘রসূল বিজয়’ গ্রন্থের বক্তব্য।
- কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম ‘কবিরঞ্জন’। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

- অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলোর শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্জাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিবায়নবন্ধ শিবমঙ্গল কাব্য

- শিব প্রাগবৈদিক দেবতা। লৌকিক দেবতা হিসেবে তার বিবর্তন ঘটেছে। পৌরাণিক মৌলিক উপাদান মিশ্রিত হয়ে শিবায়ন বা

শিবমঙ্গল কাব্য রচিত। মনে করা হয় কবি রামকৃষ্ণ রায় শিবমঙ্গল কাব্যের আদি কবি। রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্যের নাম ‘শিবের মঙ্গল’।

- ❑ কবি কঙ্ক আনুমানিক ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ‘শিবমঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন।
- ❑ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের প্রথম দিকে ‘শিবায়ন’ বা ‘শিব-কীর্তন’ নামে কাব্য রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মঠাকুর নামে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজার ঘটনা নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য। হিন্দু নিচু শ্রেণির (ডোমসমাজ) দেবতা ধর্মঠাকুর। রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাহত দেবতা। আঞ্চলিক হলেও অন্যান্য মঙ্গল পাচালির চেয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। অসংখ্য অবাস্তব-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ রচনা করেন এ কাব্য। ধর্মঠাকুরই একমাত্র দেবতা যাতে সর্বশ্রেণির সর্বজনের অধিকার ও শ্রদ্ধা ছিল। কাহিনীতে রয়েছে ধর্মঠাকুরের আসল পরিচয়: সূর্য তার অনুগত, সন্তানদের তার আয়ত্রে, জলবর্ষণ তার কাজ, চক্ষুরোগ নিরাময় তার কৃপা, তার দেয়া দণ্ড কুষ্ঠরোগ, ধবল রূপ তার প্রিয়। সাধারণত একটি শিলাখণ্ডই (কূর্মমূর্তি) ধর্ম-প্রতীকরূপে পূজা পায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি- (১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী; (২) লাউসেনের কাহিনী। ‘রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী’র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, বা লুইধর। ‘লাউসেনের কাহিনী’র চরিত্র কর্ণসে, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মাহমুদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

- ❑ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ুরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ুরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে “শ্রীধর্মপুরাণ”। তবে তার রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।
 - ❑ ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গঙ্গুলিই তাকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।
 - ❑ ধর্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন।
- ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত। শ্যাম পণ্ডিত রচিত কাব্যের নাম ‘নরঞ্জন মঙ্গল’।
- রামদাস আদক রচিত কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য প্রথম গীত হয়।
- ❑ কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এরপর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হল রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত শ্রুতি ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক।

চৈতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তার ধর্মে শাস্ত্রের কথাও ছিল সামান্য। বরং জীবে দয়া এবং নামে রুচি অর্থাৎ নাম জপের কথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন।

গীতগোবিন্দ রচয়িতা বার শতকের কবি জয়দেব প্রথম পদাবলি শব্দটি ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের গীতিকবিতার বা গীতিময় রচনার বিশিষ্ট রূপকে পদাবলি বলা হতো। জয়দেব বৈষ্ণব নন এবং তিনি চৈতন্যের তিনশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাচলে অসুস্থবস্থায় চৈতন্যদেব তিনজন কবির পদ আশ্বাদন করে আনন্দ পেতেন- জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন-

১. বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি:):

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভা কবি। তার উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক কদ বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ ছিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিল্য পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না। বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।

শূন্য মন্দির মোর॥

২. চণ্ডীদাস:

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষারয় পদ রচনা করেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দুঃখের কবি। কারণ তার কবিতায় রয়েছে অতলাস্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্ক্তি

১. শুনহ মানুষ ভাই।

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

২. সেই, কেমনে ধারিব হিয়া।

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়।

আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

৩. গোবিন্দ দাস:

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি। তার বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হল-

“যাঁহা যাঁহা তনু তনু জ্যোতি।

তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥”

৪. জ্ঞানদাস:

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে। কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের মঠও আছে এবং তার তিরোধান উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা-উৎসব হয়।

তার বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হল-

রূপ লাগি আখি বুরে গুণে মন ভোর।

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

Teacher Student's Work

০১. বাংলা সাহিত্যে অঙ্ককার যুগ বলতে বোঝানো হয়-

ক. ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত

খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত

গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত

ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

০২. ‘শূন্যপুরাণ’ রচনা করেছেন?

ক. রামাই পণ্ডিত

খ. শ্রীকর নন্দী

গ. বিজয় গুপ্ত

ঘ. লোচন দাস

০৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অঙ্ককার যুগ কোন যুগের অন্তর্ভুক্ত?

ক. প্রাচীন যুগের

খ. মধ্যযুগের

গ. আধুনিক যুগের

ঘ. কোনোটিই নয়

০৪. অঙ্ককার যুগ কোনটি?

ক. ১৭৬০-১৮৬০

খ. ১২০১-১৪০০

গ. ১২০১-১৩৫০

ঘ. ১২০১-১৪৫০

০৫. ‘শূন্যপুরাণ’ একটি-

ক. রোমান্টিক প্রণয়নোপাখ্যান

খ. রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য

গ. ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ

ঘ. চৈতন্য জীবনীমূলক গ্রন্থ

০৬. রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’ গ্রন্থে কোন দুই ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে?

ক. মুসলমান ও হিন্দু

খ. হিন্দু ও বৌদ্ধ

গ. মুসলমান ও বৌদ্ধ

ঘ. হিন্দু ও খ্রিস্টান

০৭. ‘সেক শুভোদয়া’ কার লেখা?

ক. জয়দেব

খ. শ্রী চৈতন্যদেব

গ. রামাই পণ্ডিত

ঘ. হলায়ুধ মিশ্র

০৮. হলায়ুধ মিশ্র রচিত ‘সেকস শুভোদয়া’ কোন ভাষায় রচিত?

ক. বাংলা

খ. হিন্দি

গ. সংস্কৃত

ঘ. পালি

০৯. ‘চম্পুকাব্য’ কী?

ক. এক ধরনের গীতিকাব্য

খ. নাথ সাহিত্যের অপর নাম

গ. গদ্যকাব্য

ঘ. গদ্যপদ্য মিশ্রিত কাব্য

১০. ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচয়িতা-

ক. চণ্ডীদাস

খ. বড়ু চণ্ডীদাস

গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস

ঘ. দীন চণ্ডীদাস

১১. সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

ক. চর্যাপদ

খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

গ. ইউসুফ-জোলেখা

ঘ. পদ্মাবতী

১২. মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি-

ক. শূন্যপুরাণ

খ. ডাকার্ণব

গ. গীতগোবিন্দ

ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

১৩. মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে-

ক. কাছপা

খ. বিদ্যাপতি

গ. বড়ু চণ্ডীদাস

ঘ. মালাধর বসু

১৪. বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান কোনটি?

ক. বীরভূম জেলার নানুর গ্রাম

খ. বীরভূম জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম

গ. বাঁকুড়া জেলার নানুর গ্রাম

ঘ. বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম

১৫. কত বঙ্গদে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য আবিস্কৃত হয়?

ক. ১৩০৭ বঙ্গদে

খ. ১৩০৯ বঙ্গদে

গ. ১৩১৬ বঙ্গদে

ঘ. ১৩২৩ বঙ্গদে

১৬. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল কত?

ক. ১৩০০ খ্রি.

খ. ১৩৫০ খ্রি.

গ. ১৪০০ খ্রি.

ঘ. ১৪৫০ খ্রি.

১৭. নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?

ক. রাধা

খ. কৃষ্ণ

গ. বড়াই

ঘ. ঈশ্বরী পাটনী

১৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিস্কৃত হয়?

ক. ১৯০৭ সালে

খ. ১৯০৮ সালে

গ. ১৯০৯ সালে

ঘ. ১৯১৬ সালে

১৯. বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম কী?

- ক. চণ্ডীদাস
গ. অনন্ত

২০. ব্রজভাষা কী?
ক. বাংলার ভাষা
গ. কৃত্রিম কবিভাষা

২১. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি
গ. জয়দেব

২২. বৈষ্ণব পদসাহিত্য রচয়িতা-
ক. চণ্ডীদাস
গ. গোবিন্দ দাস

২৩. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের একখানি পুঁথিতে এর প্রকৃত যে পরোক্ষ হৃদিস পাওয়া যায়, সেটি কী?
ক. শ্রীকৃষ্ণলীলা
গ. শ্রীকৃষ্ণভগবত

২৪. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের ১৩টি খণ্ডের মধ্যে একমাত্র কোন খণ্ডের শেষে 'খণ্ড' শব্দ যোগ করা হয়নি?
ক. প্রথম
গ. একাদশ

২৫. কৃষ্ণের স্বর্গীয় নাম কী?
ক. বিষ্ণু
গ. অবতার

২৬. বাংলা সাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক প্রথম কাহিনী কাব্য কোনটি?
ক. গীতগোবিন্দ
গ. শূন্যপুরাণ

খ. বড়ু
ঘ. নিমাই

খ. ব্রজভূমির ভাষা
ঘ. মথুরার ভাষা

খ. চণ্ডীদাস
ঘ. বৈতন্যদেব

খ. জ্ঞানদাস
ঘ. তিনজনই

খ. শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ
ঘ. শ্রীগোকল

খ. হরি
ঘ. ভগবান

খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
ঘ. সেক শুভোদয়া

২৭. 'আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। বাশীর শব্দেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধনা ঊ'- কোন কবির রচনা?
ক. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস

২৮. নিচের কোনটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের চরিত্র নয়?
ক. রাধা
গ. বড়াই

২৯. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কে আবিষ্কার করেন?
ক. বসন্তরঞ্জন রায়
গ. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

৩০. বাংলা ভাষায় রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?
ক. নয়
গ. তের

৩১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য সম্পাদনা করেন-
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

৩২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?
ক. ১৯০৭ সালে
গ. ১৯০৯ সালে

৩৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী প্রধান ক'টি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে?
ক. ২টি
গ. ৪টি

৩৪. 'বাসলী (বাঙলী) চরণে চণ্ডীদাস এই গান গাইলেন'-এখানে 'বাসলী' কে?
ক. রাধা
গ. বিশালাক্ষী দেবী

৩৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি আবিষ্কৃত হয়-
ক. নেপালের রাজদরবার থেকে
খ. বাঁকুড়া জেলার কাঁকিলা গ্রাম থেকে
গ. নেপালের রাজবাড়ির রান্নাঘর থেকে
ঘ. বার্মার এক গৃহস্থ বাড়ি থেকে

৩৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সম্পাদিত হয়-
ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে
গ. রামকৃষ্ণ মিশন থেকে

৩৭. বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম কী?
ক. চণ্ডীদাস
গ. অনন্ত

৩৮. শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?
ক. ভাবরস
গ. প্রেম রস

৩৯. শাক্ত পদাবলির জন্য বিখ্যাত-
ক. রামনিধি গুপ্ত
গ. এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি

৪০. মধ্যযুগের কবি নন কে?
ক. জয়নন্দী

খ. বড়ু চণ্ডীদাস
ঘ. পদাবলির চণ্ডীদাস

খ. কৃষ্ণ
ঘ. ঈশ্বরী পাটনী

খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ. বিদ্যাপতি

খ. এগার
ঘ. পনের

খ. সুনীতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ঘ. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যদ্বল্লভ

খ. ১৯০৮ সালে
ঘ. ১৯১৬ সালে

খ. ৩টি
ঘ. ৫টি

খ. কৃষ্ণ
ঘ. চণ্ডী উপাসা দেবতা

খ. শ্রীরামপুর মিশন থেকে
ঘ. জানা সম্ভব হয়নি

খ. বড়ু
ঘ. নিমাই

খ. মধুর রস
ঘ. লীলা রস

খ. দাশরথি রায়
ঘ. রামপ্রসাদ সেন

খ. বড়ু চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দ দাস

ঘ. জ্ঞান দাস

৪১. বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?

ক. নবদ্বীপের

খ. মিথিলার

গ. বৃন্দাবনের

ঘ. বর্ধমানের

৪২. পদাবলির প্রথম কবি কে? অথবা, বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?

ক. শ্রীচৈতন্য

খ. বিদ্যাপতি

গ. চণ্ডীদাস

ঘ. জ্ঞানদাস

৪৩. কোন উক্তিটি ঠিক?

ক. বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনীকাব্য

খ. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা

গ. বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ

ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান

৪৪. বৈষ্ণব পদাবলির অবাকালি কবি কে?

ক. গোবিন্দদাস

খ. জ্ঞানদাস

গ. চণ্ডীদাস

ঘ. বিদ্যাপতি

৪৫. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী?

ক. মাগধী

খ. অসমিয়া

গ. ব্রজবুলি

ঘ. জগাখিচুড়ি

৪৬. ব্রজভাষা কী?

ক. বাংলার ভাষা

খ. ব্রজভূমির ভাষা

গ. কৃত্রিম কবিভাষা

ঘ. মথুরার ভাষা

৪৭. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?

ক. প্রাচীন বাংলা

খ. সংস্কৃত

গ. ব্রজবুলি

ঘ. অবহট্ট

৪৮. কোন যুগকে প্রাক চৈতন্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়?

ক. ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীকে

খ. চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীকে

গ. পঞ্চদশ শতাব্দীকে

ঘ. পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীকে

৪৯. জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচনা হয় কোন শাসনের সময়?

ক. পাল শাসন

খ. সেন শাসন

গ. সুলতানী শাসন

ঘ. মুঘল শাসন

৫০. কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বরূপ লাভ করেছিল কোন যুগে?

ক. প্রাক চৈতন্য যুগে

খ. চৈতন্য যুগে

গ. প্রাচীন যুগে

ঘ. আধুনিক যুগে

৫১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চণ্ডীদাস কে?

ক. দীন চণ্ডীদাস

খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস

গ. বড় ঊ চণ্ডীদাস

ঘ. চণ্ডীদাস

৫২. বাংলায় এক ছত্র পদ না লিখেও কে বাংলার কবি হয়েছিলেন?

ক. বিদ্যাপতি

খ. চণ্ডীদাস

গ. জ্ঞানদাস

ঘ. গোবিন্দ দাস

৫৩. 'বাংলার বৈষ্ণব ভাবপন্থা মুসলমান কবি' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. কাজী নজরুল ইসলাম

গ. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৪. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?

ক. বিদ্যাপতি

খ. চণ্ডীদাস

গ. জয়দেব

ঘ. চৈতন্যদেব

৫৫. বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করতেন?

ক. বাংলা

খ. সংস্কৃত

গ. ব্রজবুলি

ঘ. পালি

৫৬. বিদ্যাপতির জন্ম-

ক. আনুমানিক ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে

খ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে

গ. আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

ঘ. তার জন্মকাল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি

৫৭. বৈষ্ণব পদসাহিত্য রচয়িতা-

ক. চণ্ডীদাস

খ. জ্ঞানদাস

গ. গোবিন্দ দাস

ঘ. তিনজনই

৫৮. বৈষ্ণব সাহিত্য কোনটির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত?

ক. চৈতন্য জীবনী

খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা

গ. বৌদ্ধধর্ম

ঘ. ব্রাহ্মধর্ম

৫৯. বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?

ক. মৈথিলি ভাষায়

খ. বাংলা ভাষায়

গ. প্রাকৃত ভাষায়

ঘ. ব্রজবুলি ভাষায়

৬০. ব্রজবুলি ভাষা কোন ভাষাদ্বয়ের মিশ্রণ?

ক. মৈথিলি ও বাংলা

খ. মৈথিলি ও হিন্দি

গ. বাংলা ও হিন্দি

ঘ. বাংলা ও সংস্কৃত

৬১. তিনটি শ, ষ, স- এর মধ্যে ব্রজবুলি ভাষায় কোনটি ব্যবহার করা হয়েছে?

ক. শ

খ. ষ

গ. স

ঘ. একটিও নয়

৬২. কোন মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন?

ক. শেখ ফয়জুল্লাহ

খ. সৈয়দ আইনুদ্দিন

গ. আলাওল

ঘ. এর প্রত্যেকেই

৬৩. রবীন্দ্রনাথ কার কাব্যকে [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে] 'রাজকণ্ঠের মণিমালা' বলে অভিহিত করেছেন?

ক. বিদ্যাপতির

খ. জ্ঞানদাসের

গ. চণ্ডীদাসের

ঘ. গোবিন্দদাসের

৬৪. 'অভিনব জয়দেব' কোন কবি?

ক. চণ্ডীদাস

খ. বড় ঊ চণ্ডীদাস

গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস

ঘ. বিদ্যাপতি

৬৫. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কিসের সম্পর্ক দেখানো হয়?

ক. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক

খ. রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ক

গ. নর ও নারীর সম্পর্ক

ঘ. চৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক

৬৬. 'সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'- কার রচনা?

ক. বড়ু চণ্ডীদাস

খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস

গ. দীন চণ্ডীদাস

ঘ. লালন ফকির

৬৭. 'কীর্তিলতা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. বড়ু চণ্ডীদাস

খ. বিদ্যাপতি

গ. জ্ঞানদাস

ঘ. চণ্ডীদাস

ক. পয়ার ছন্দ
গ. মুক্তক ছন্দ

খ. স্বরবৃত্ত ছন্দ
ঘ. গৈরিশ ছন্দ

৯৭. সাপের অধিষ্টাত্রী দেবী মনসার অপর নাম কি?

ক. ক্ষেমানন্দ
গ. পদ্মাবতী

খ. কেতকা
ঘ. খ ও গ

Previous Year Questions

১. 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন- [২১তম বিসিএস]

ক. রামাই পণ্ডিত
গ. বিজয় গুপ্ত

খ. শ্রীকর নন্দী
ঘ. লোচন দাস

২. বাংলা সাহিত্যে অঙ্ককার যুগ বলতে- [৩৪তম বিসিএস]

ক. ১৯৯৯-১২৫০ পর্যন্ত
গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত

খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

৩. মধ্যযুগের কবি নন কে? [৩৪তম বিসিএস]

ক. জয়নন্দী
গ. গোবিন্দদাস

খ. বড়ু চণ্ডীদাস
ঘ. জ্ঞান দাস

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কোন ধর্ম প্রচারক এর প্রভাব অপরিসমি [৩৬তম বিসিএস]

ক. শ্রীচৈতন্যদেব
গ. আদিনাথ

খ. শ্রীকৃষ্ণ
ঘ. মনোহর দাস

৫. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়ায়ী কী ধরনের চরিত্র? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক. শ্রী রাধার ননদিনী
গ. শ্রী রাধার শাশুড়ি

খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
ঘ. জনৈক গোপবালা

৬. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা কে? [২৯তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক. জ্ঞানদাস
গ. দীনহীন চণ্ডীদাস

খ. দীন চণ্ডীদাস
ঘ. বড়ু চণ্ডীদাস

৭. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে? [৩৫তম বিসিএস]

ক. কানাহরি দত্ত
গ. মানিক দত্ত

খ. ভারতচন্দ্র
ঘ. দাশু রায়

৮. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? [২৮তম বিসিএসব]

ক. বিজয় গুপ্ত
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ঘ. কানাহরি দত্ত

৯. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? [২৩তম বিসিএস পরীক্ষা]

ক. চণ্ডীমঙ্গল
গ. ধর্মমঙ্গল

খ. মনসামঙ্গল
ঘ. অন্নদামঙ্গল

১০. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- [১৭তম বিসিএস]

ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
খ. ভারতচন্দ্র রায়

গ. মদন মোহন তর্কালংকার
ঘ. কামিনী রায়

১১. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- এই প্রার্থনাটি করেছে- [২৩তম বিসিএস]

ক. ভাডু দত্ত
গ. ঈশ্বরী পাটনী

খ. চাঁদ সওদাগর
ঘ. কুবের

১২. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার করি? [২৬তম বিসিএস]

ক. আরাকান রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা

খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
ঘ. লক্ষ্মণসেনের রাজসভা

১৩. বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের এবং মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি কে?

[২৮তম বিসিএস]

ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

খ. ভারতচন্দ্র রায়

গ. রাম রাম বসু

ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

১৪. মঙ্গলযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

[৩৬তম বিসিএস]

ক. ১৭৫৬

খ. ১৭৫২

গ. ১৭৬০

ঘ. ১৭৬২

১৫. 'ব্রজবুলি' বলতে কী বুঝায়?

[২১তম বিসিএস]

ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা

খ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল

গ. একরকম কৃত্রিম কবিভাষা

ঘ. মৈথিলী ভাষার একটি উপাভাষা

১৬. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'- কে বলেছেন?

[২১তম বিসিএস]

ক. চণ্ডীদাস

খ. বিদ্যাপতি

গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস

ঘ. বিবেকানন্দ

১৭. বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রচয়িতা কে?

[২২তম

বিসিএস]

ক. বড়ু চণ্ডীদাস

খ. মানিক দত্ত

গ. গৌজলা গুই

ঘ. বিদ্যাপতি

১৮. 'রূপ লাগি আখি বুঝে শুনে মন ভোর' কার রচনা? [২৬তম

বিসিএস]

ক. চণ্ডীদাস

খ. জ্ঞানদাস

গ. বিদ্যাপতি

ঘ. লোচনদাস

১৯. বিদ্যাপতি কোথাকার রাজসভাকবি ছিলেন?

[২৮তম

বিসিএস]

ক. বাংলা

খ. ভারত

গ. কনৌজ

ঘ. মিথিলা

২০. মধ্যযুগের কবি নন কে?

[৩৪ তম বিসিএস]

ক. জয়নন্দী

খ. বড়ু চণ্ডীদাস

গ. গোবিন্দ দাস

ঘ. জ্ঞান দাস

২১. বৈষ্ণব পদাবলির সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত? (৪০তম

বিসিএস)

ক. সন্ধ্যাভাষা

খ. অধিভাষা

গ. ব্রজবুলি

ঘ. সংস্কৃত ভাষা

উত্তরমালা

০১	ক	০২	খ	০৩	ক	০৪	ক	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	ঘ
০৮	খ	০৯	খ	১০	খ	১১	গ	১২	খ	১৩	খ	১৪	গ
১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	খ	১৯	ঘ	২০	ক	২১	ক

Practice Questions

০১. অন্ধকার যুগের সৃষ্টি হয়েছে কেন?

— তুর্কি আক্রমণের কারণে।

০২. অন্ধকার যুগের সময়সীমা কত?— ১২০১ সাল থেকে ১৩৫০ সাল

— ১৫০ বছর।

০৩. অন্ধকার যুগে রচিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নাম লিখুন?

— গুন্য পুরাণ- রামাইপণ্ডিত; সেক শুভোদয়া-হলায়ুধ মিশ্র।

০৪. 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' ও নিরঞ্জনর ক্রম্ম' কবিতা দুই কোন কাব্যের অন্তর্ভুক্ত?

— গুন্য পুরাণ কাব্যের।

০৫. অন্ধকারযুগে রচিত অনুবাদমূলক গ্রন্থ কোনটি?

— শূন্য পুরাণ।

০৬. রাজা লক্ষ্মণ সেনের দুইজন সভাকবির নাম লিখুন?

— হলায়ুধ মিশ্র ও জয়দেব।

০৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোন সময়কে মধ্যযুগ ধরা হয়?

— ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।

০৮. কোন ঘটনার কারণে অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছে বলে ধরা হয়?

— বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় (মতান্তরে সেন রাজাদের ক্ষমতা দখল ও বৌদ্ধদের নিগ্রহ)।

০৯. বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ' কোন আমল?

— তুর্কি আমল

১০. মধ্যযুগের কাব্যধারার প্রধান ধারা কয়টি?

— চারটি

১১. মধ্যযুগের কোন সাহিত্য কৃষিকাজের জন্য উপযোগী?

— ডাক ও খনার বচন।

১২. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের প্রধান কয়েকটি ধারার নাম লিখুন?

— বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য ইত্যাদি।

১৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সমগ্র কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

— ২ ভাগে। মৌলিক ও অনুবাদমূলক।

১৪. মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের ধারায় কত শ্রেণির অনুবাদ হয়েছিল?

— ৩ ধরনের। সংস্কৃতি, হিন্দি ও আরবি-ফারসি।

১৫. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম নিদর্শন কী?

— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

১৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোন সময়ের রচনা ও রচয়িতা কে?

— চতুর্দশ শতকের, রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস।

১৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কে, কবে, কোথা থেকে আবিষ্কার করেন?

—শ্রী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ভূত পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় বনবিষ্ণুপুরের কাকিল্যা গ্রাম থেকে আবিষ্কার করেন।

১৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কত সালে আবিষ্কৃত হয়?

— ১৯০৯ সালে।

১৯. বড়ু চণ্ডীদাসের প্রকৃত নাম কী?

—অনন্ত।

২০. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মূল কাহিনী কী?

—রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম।

২১. ক্রমের দিক হতে বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ

— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

২২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কোন পৌরাণিক গ্রন্থের আলোকে রচিত?

— ভাগবতের আলোকে।

২৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি আবিষ্কারের পূর্বে কার অধিকার ছিল?

— দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে।

২৪. বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?

— বিদ্বদ্ভূত। ভূবনমোহনের অধ্যক্ষ তাঁকে এ উপাধি দেন।

২৫. বসন্তরঞ্জন রায় ব্যক্তিগত জীবনে কী করতেন?

— কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক।

২৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম কী?

—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

২৭. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি কত খণ্ডে বিভক্ত?

—১৬ খণ্ডে।

২৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তিনটি চরিত্রের নাম লিখুন?

—রাধা, কৃষ্ণ, বড়ায়ি।

২৯. মর্ত্যবাসী রাধা-কৃষ্ণের আসল পরিচয় কী?

—কৃষ্ণ স্বর্গের বিষ্ণু ও রাধা স্বর্গের লক্ষ্মী।

৩০. বড়ায়ি কোন ধরনের চরিত্র?

— রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দুতী।

৩১. রাধা ও কৃষ্ণ কীসের প্রতীক?

— জীবাত্মা ও পরমাত্মার।

৩২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য কোন ছন্দে রচিত?

— মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

৩৩. মঙ্গলকাব্য কাকে বলে?

— যে কাব্য শ্রবণ করলে মঙ্গল হয়, কল্যাণ হয়, অকল্যাণ দূর হয়, তাকে মঙ্গলকাব্য বলে।

৩৪. মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য কি?

— দেবদেবীর গুণকীর্তন।

৩৫. মঙ্গলকাব্য কত শ্রেণির?

— ২ ধরনের। লৌকিক ও পৌরাণিক।

৩৬. একটি সার্থক মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?

— ৫টি। বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখন্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।

৩৭. দুইটি লৌকিক মঙ্গল কাব্যের নাম লিখুন?

— মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল।

৩৮. একটি উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন?

—অন্নদামঙ্গল।

৩৯. মঙ্গলকাব্য রচনার মূল কারণ কী?

— স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ।

৪০. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত?

—মনসা দেবী।

৪১. মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

—কানা হরিদত্ত।

৪২. বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যধারায় সবচেয়ে প্রাচীনতম ধারা কোনটি?

— মনসামঙ্গল কাব্য।

৪৩. মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি কে?

—বিজয় গুপ্ত।

৪৪. চাঁদ সওদাগর বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?

—মনসামঙ্গল কাব্য।

৪৫. মনসামঙ্গল কাব্যের দুইটি চরিত্রের নাম লিখুন?

— চাঁদ সওদাগর, বেহুলা।

৪৬. কোন কাহিনীর জন্য মনসামঙ্গল সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে?

— চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহ ও বেহুলার সতীত্ব।

৪৭. মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তার কাব্যের নাম কী?

— বিজয়গুপ্ত, পদ্মপুরাণ।

৪৮. মনসামঙ্গলের কোন কবি সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল?

—দিজ বংশীদাস।

৪৯. কেতকাদাস কার উপাধি?

— ক্ষেমানন্দর।

৫০. মনসাদেবীদের কী কী নামে অবিহিত করা হয়েছে?

— পদ্ম ও কেতকা।

৫১. বিপ্রদাস পিপলাই রচিত কাব্যের নাম কী?

- মনসা বিজয়।
৫২. ‘বেহুলা’ চরিত্রটি কোন মঙ্গলকাব্যের সম্পদ?
- মনসামঙ্গল।
৫৩. ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যের চরিত্র
- বেহুলা লখিন্দর।
৫৪. মঙ্গলকাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকাব্য কোনটি?
- চণ্ডীমঙ্গল।
৫৫. মঙ্গলকাব্যে কোন কোন দেবীর প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা বেশি?
- মনসা ও চণ্ডীদেবীর।
৫৬. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত?
- ২খণ্ডে কালকেতু উপাখ্যান ও ধনপতি উপাখ্যান।
৫৭. প্রকৃত চণ্ডীমঙ্গল বলতে আমরা কোন খণ্ডকে বুঝি?
- কালকেতু উপাখ্যানকে।
৫৮. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
- কালকেতু, ফুল্লরা, ভাড়া দত্ত, মুরারীশীল, পুষ্পকেতু।
৫৯. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
- মানিক দত্ত।
৬০. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তিনি ১৬ শতকের কবি।
৬১. মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন এবং কেন?
- কবি কঙ্কন। মেদিনীপুর জেলার আড়া ব্রাহ্মণ জমিদার রঘুনাথ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন।
৬২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কতজন কবির পরিচয় পাওয়া যায়?
- ১৯ জন।
৬৩. ভাড়া দত্ত কোন কাব্যের চরিত্র?
- চণ্ডীমঙ্গল।
৬৪. মঙ্গলকাব্য ধারায় কোন কবিকে দুঃখবাদী কবি বলে অভিহিত করা হয়?
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে।
৬৫. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে?
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
৬৬. অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে?
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৬৭. মধ্যযুগের সর্বশেষ কবি কে? তিনি কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। তিনি ১৭৬০ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন।
৬৮. “বড় পিরীত বালির বাঁধ! ক্ষনেক হাতে দড়ি, ক্ষনেক চাঁদ”- চরণ দু’টি কার রচনা?
- ভারতচন্দ্র রায়।
৬৯. ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’-বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
- অন্নদামঙ্গল।

৭০. অন্নদামঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত? প্রকৃত অন্নদামঙ্গল কোন খণ্ডটি?
- ৩ খণ্ডে। প্রকৃত অন্নদামঙ্গল হল মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান।
৭১. অন্নদামঙ্গল কাব্যের কয়েকটি চরিত্রের নাম লিখুন?
- মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রতাপাদিত্য, ঈশ্বরীপাটনী।
৭২. ভারতচন্দ্র রায়ের উপাধি কী? কে, কেন তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
- গুণাকর। নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার জন্য তাকে এ উপাধি দেন।
৭৩. মঙ্গলকাব্য ধারার সর্বশেষ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি।
৭৪. “সত্য পীরের পাঁচালী” গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
- ভারতচন্দ্র রায়।
৭৫. নগাষ্টক ও গঙ্গাষ্টক কোন জাতীয় রচনা? রচয়িতার নাম কী?
- সংস্কৃত ভাষায় লেখা দুটি ক্ষুদ্র কবিতা, রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৭৬. মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন” ও “নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?”-সুভাষিত বাক্য দুটির স্রষ্টা কে?
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৭৭. ‘মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান’ কার রচনা?
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৭৮. মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৭৯. ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য কার রচনা?
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।
৮০. বিদ্যা, সুন্দর, হীরামালিনী চরিত্রগুলো কোন কাব্যে পাওয়া যায়?
- কালিকামঙ্গল কাব্যের।
৮১. কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্য নাম কী?
- বিদ্যা সুন্দর কাব্য।
৮২. কালিকামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?
- কবি কঙ্কন।
৮৩. কালিকামঙ্গল কাব্য ধারার মুসলিম কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
- সাবিরিদ্দ খান। ষোড়শ শতকের।
৮৪. কবিরঞ্জন কার উপাধি? তার কাব্যের নাম কী? কে তাকে এই উপাধি প্রদান করেন?
- রাম প্রসাদ সেনের। তার কাব্যের নাম ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য। নবদ্বীপের রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাকে কবিরঞ্জন উপাধি দান করেন।
৮৫. ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার প্রথম কবি কে?
- ময়ূরভট্ট।
৮৬. ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? তার রচিত কাব্যের নাম কী?
- ময়ূরভট্ট। তার রচিত কাব্যের নাম হাকন্দ পুরাণ।
৮৭. রূপরাম চক্রবর্তী কোন মঙ্গলকাব্য ধারার কবি?
- ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি।
৮৮. ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তিনি কোন শতকের কবি?
- ঘনরাম চক্রবর্তী। অষ্টাদশ শতকের।

৮৯. ধর্মঙ্গল কাব্য কত খণ্ডে বিভক্ত ও কী কী?

— দুই খণ্ডে। লাউসনের কাহিনী ও হরিশচন্দ্রের কাহিনী।

৯০. ‘হাকন্দ পুরাণ’ গ্রন্থটি কার রচিত?

— ময়ূরভট্ট।

৯১. ‘সই, কেমনে ধরিব হিয়া আমার বধূয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা’
দিয়া কার রচনা?

— চণ্ডীদাস।

৯২. বৈষ্ণব পদাবলিতে মূলত কীসের সম্পর্ক দেখানো হয়?

— শ্রুষ্টি ও সৃষ্টির সম্পর্ক।

৯৩. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?

— বিদ্যাপতি।

৯৪. পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?

— বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।

৯৫. বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম
কী?

— ব্রজবুলি।

৯৬. গীতগোবিন্দ কোন ভাষায় রচিত?

— ব্রজবুলি।

৯৭. “এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।” কে লিখেছেন?

— বিদ্যাপতি।

৯৮. বৈষ্ণব পদাবলির কোন কবি অলংকার শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন?

— গোবিন্দ দাস।

৯৯. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য কোন ধর্মপ্রচারকে প্রভাব অপরিসীম?

— শ্রী চৈতন্যদেব।

১০০. ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন কে?

— বিদ্যাপতি।

১০১. ব্রজবুলি কোন স্থানের ভাষা?

— মিথিলা-মথুরার ভাষা।

১০২. পদাবলি সাহিত্যের প্রথম কবি কে?

— চণ্ডীদাস।

১০৩. “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই” চরণটির রচয়িতা কে?

— চণ্ডীদাস।

১০৪. পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে তাকে অভিহিত করা হয়?

— বিদ্যাপতি।

১০৫. মৈথিলী কোকিল কার উপাধি? তিনি কোন ভাষায় পদ রচনা
করেছেন?

— বিদ্যাপতির। ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন।

১০৬. “কণ্টক গাড়ি কমল-সম পদতল মঞ্জল চিরহি ঝাপি গাগরি-বারি
চারি করি পিছল চলতহি আঙ্গুলি চাপি”-পদটির রচয়িতা কে?

— গোবিন্দ দাস।

১০৭. অভিনব জয়দেব নামে খ্যাত কে?

— বিদ্যাপতি।

১০৮. বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান অবলম্বন কী?

— রাধা-কৃষ্ণের প্রেম।

১০৯. জয়দেব রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

— গীত গোবিন্দ।

১১০. ব্রজবুলি ভাষার দুইজন কবির নাম লিখুন?

— বিদ্যাপতি, জয়দেব, গোবিন্দদাস।

১১১. কীর্তিলতা, পুরুষ পরীক্ষা, বিভাগসার প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা
কে?

— বিদ্যাপতি।

১১২. “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল আমিয়া
সাগরে

সিনান করিতে সকলি গরল ভেলা”-পদটির রচয়িতা কে?

— জ্ঞানদাস।

১১৩. কোন কবির উপাধি ‘কবিকণ্ঠহার’?

— বিদ্যাপতি।

১১৪. ‘সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম’- পদটির রচয়িতা কে?

— চণ্ডীদাস।

১১৫. বৈষ্ণব পদকর্তা ‘চণ্ডীদাস’ কত জন?

— ৩জন।

অন্ধকার যুগ

পিএসসিসহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

০১. কোন শাসকদের সময়ে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?

- ক) পাল খ) সেন
গ) গুপ্ত ঘ) তুর্কি

০২. কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের ‘অন্ধকার যুগ’ বলা হয়?

- ক) ১২০১-১৩৫০ খ্রি. খ) ৬০০-৯৫০ খ্রি.
গ) ১৩৫১-১৫০০ খ্রি. ঘ) ৬০০-৭৫০ খ্রি.

০৩. 'শূন্যপুরাণ' কাব্য কার রচনা?

- ক) লুইপা খ) কাহুপা
গ) দৌলত উজির বাহরাম খান ঘ) রামাই পণ্ডিত

০৪. 'আঁধার যুগে'র রচনা বলা হয় কোনটিকে?

- ক) চর্যাপদ খ) মনসামঙ্গল
গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ) প্রাকৃতপৈঙ্গল

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	ঘ
----	---	----	---	----	---	----	---

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

পিএসসিসহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

০১। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কোনটি?

- ক) শূন্যপূরণ
খ) ডাকার্ণব
গ) গীতগোবিন্দ
ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

০২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?

- ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ) চর্যাপদ
গ) বৈষ্ণব পদাবলি ঘ) নাথ সাহিত্য

০৩। সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?

- ক) চর্যাপদ খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ) ইউসুফ জোলেখা ঘ) পদ্মাবতী

০৪। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা-

- ক) চণ্ডীদাস খ) বড়ু চণ্ডীদাস
গ) দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ) দীন চণ্ডীদাস

০৫। মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে-

- ক) কাহুপা খ) বিদ্যাপতি
গ) বড় চণ্ডীদাস ঘ) মালাধর বসু

০৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন-

- ক) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ) রামমোহন রায়
গ) বসন্তরঞ্জন রায় ঘ) প্রমথ চৌধুরী

০৭। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয় কোথায়?

- ক) রাজপ্রাসাদে খ) গোয়ালঘরে
গ) কুঁড়েঘরে ঘ) গ্রন্থাগারে

০৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা-

- ক) ১৪ খ) ১৫ গ) ১৩ ঘ) ১২

০৯। 'বড়ায়ি' কোন কাব্যের চরিত্র?

- ক) মনসামঙ্গল খ) চণ্ডীমঙ্গল
গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ) পদ্মাবতী

১০। গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত-

- ক) পদাবলি খ) ধামলি
গ) প্রেমগীতি ঘ) নাটগীতি

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	গ	০৩	খ	০৪	খ	০৫	গ
০৬	গ	০৭	খ	০৮	গ	০৯	গ	১০	ঘ

বৈষ্ণব পদাবলি

পিএসসিসহ অন্যান্য পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

০১। পদাবলীর প্রথম কবি কে?

- ক) শ্রীচৈতন্য দেব খ) বিদ্যাপতি
গ) জ্ঞানদাস ঘ) চণ্ডীদাস

০২। বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?

- ক) চণ্ডীদাস খ) বিদ্যাপতি
গ) জ্ঞানদাস ঘ) আলাওল

০৩। পদ বা পদাবলি বলতে কি বুঝায়?

- ক) লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলী
খ) পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ) বাউল বা মরমী গীতি
ঘ) বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি

০৪। বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?

- ক) ৩ জন খ) ২ জন
গ) ৪ জন ঘ) ৫ জন

০৫। 'মৈথিলী কোকিল' খ্যাত কে?

- ক) জ্ঞানদাস খ) গোবিন্দদাস
গ) বিদ্যাদাস ঘ) বিদ্যাপতি

০৬। কোন কবির উপাধি 'কবিকণ্ঠহার'?

- ক) চণ্ডীদাস খ) বিদ্যাপতি
গ) মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ) ভারতচন্দ্র

০৭। বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?

- ক) গোবিন্দদাস খ) জ্ঞানদাস
গ) চণ্ডীদাস ঘ) বিদ্যাপতি

০৮। বিদ্যাপতি কোথাকার কবি ছিলেন?

ক) নবদ্বীপের

খ) মিথিলার

গ) বৃন্দাবনের

ঘ) বর্ধমানের

০৯। বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?

- ক) ফারসি খ) ব্রজবুলি
গ) মারাঠি ঘ) হিন্দি

১০। কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?

- ক) বিদ্যাপতি খ) জয়দেব
গ) গোবিন্দদাস ঘ) এদের কেউ নয়

১১। কে বাংলা ভাষার কবি নন?

- ক) জ্ঞানদাস খ) জয়দেব
গ) মুকুন্দরাম ঘ) চণ্ডীদাস

১২। 'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?

- ক) প্রজ্ঞামে কথিত ভাষা খ) এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ) বাংলা ও হিন্দির যোগফল ঘ) মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা

১৩। বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?

- ক) মাগধী খ) অসমিয়া
গ) ব্রজবুলি ঘ) জগাখিচুড়ি

১৪। ব্রজভাষা কী?

- ক) বাংলার ভাষা খ) ব্রজভূমির ভাষা
গ) বৃন্দাবনের ভাষা ঘ) মিথিলা ও বাংলার মিশ্র

ভাষা

১৫। 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক / সৃষ্টা কে?

- ক) চণ্ডীদাস খ) বিদ্যাপতি
গ) আলাওল ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬। 'ব্রজবুলি' কোন স্থানের ভাষা?

- ক. আসাম খ. মিথিলা
গ. গোড় ঘ. পশ্চিমবঙ্গ

১৭। 'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?

- ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস

১৮। শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?

- ক. ভাবরস খ. মধুররস
গ. প্রেমরস ঘ. লীলারস

১৯। 'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত?

- ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্ট

২০। নিচের কোন জন বাংলা ভাষার কবি?

- ক. সুরদাস খ. কালিদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. জয়দেব

২১. বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?

- ক. সন্ধ্যাভাষা খ. অধিভাষা
গ. ব্রজবুলি ঘ. সংস্কৃত ভাষা

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ক	০৩	খ	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	খ	০৭	ঘ
০৮	খ	০৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ
১৫	খ	১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	গ	২০	গ	২১	গ

মঙ্গলকাব্য

বিগত পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

০১. মধ্যযুগীয় এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যের উদাহরণ-

- ক. গীতিকাব্য খ. মঙ্গলকাব্য
গ. জীবনীকাব্য ঘ. চর্যাচর্য্যবিনিস্চয়

০২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন কী?

- ক. চতুর্দশপদী কবিতা খ. চর্যাপদ
গ. ছোটগল্প ঘ. মঙ্গলকাব্য

০৩. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত-

- ক. লোকসংগীত
খ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান
ঘ. পীর পাঁচালী

০৪. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?

- ক. মঙ্গলকাব্য খ. অনুবাদ সাহিত্য
গ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি

০৫. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লিখিত কারণ কী?

- ক. রাজাদের প্রাপ্তি
খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন

০৬. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশী?

- ক. শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ. মনসা ও শিবমঙ্গল
গ. চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ. মনসা ও চণ্ডী

০৭. কোনো মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?

- ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭ টি ঘ. ৮ টি

০৮. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?

- ক. কানাহরি দত্ত খ. মানিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশু রায়

০৯. মঙ্গলকাব্যের রচয়িতা নন-

- ক. ভারতচন্দ্র খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বিজয় গুপ্ত

১০. কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?

- ক. মনসামঙ্গল খ. অনুদামঙ্গল
গ. কালিকামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল

১১. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদি কবি কে?

- ক. কৃষ্ণিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মানিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত

১২. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?

- ক. লখিন্দরের দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসুন্দর

১৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কোন ধারার কবি?

- ক. মনসামঙ্গল ক. শীতলামঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. পদাবলি

১৪. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান/শ্রেষ্ঠ কবি কে?

- ক. কানাহরি দত্ত খ. শাহ মুহম্মদ সগীর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

১৫. 'কবিকঙ্কন' কার উপাধি?

- ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬. কোন কবি 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের প্রণেতা?

- ক. বংশীদাস চক্রবর্তী খ. রূপরাম চক্রবর্তী
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. বলরাম চক্রবর্তী

১৭. ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন-

- ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. ময়ূর ভট্ট ঘ. কানাহরি দত্ত

১৮. কোনটি কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি?

- ক. রায়গুণাকর খ. কবিকর্পূহার
গ. কবিকঙ্কন ঘ. কবিরঞ্জন

১৯. 'রায়গুণাকর' কার উপাধি?

- ক. মালাধর বসু খ. মুকুন্দরাম
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. ময়ূরভট্ট

২০. মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী?

- ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. রামরাম বসু ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর

২১. মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

- ক. হরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস

২২. "অনুদামঙ্গল" কাব্য কে রচনা করেন?

- ক. কানাহরি দত্ত খ. বিজয় গুপ্ত

গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

২৩. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?

ক. কানাহরি দত্ত

খ. বিজয় গুপ্ত

গ. মুকুন্দরাম

ঘ. ভারতচন্দ্র

২৪. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' এ প্রার্থনাটি করেছে-

ক. ভাঁড়ুদত্ত

খ. চাঁদ সদাগর

গ. ঈশ্বরী পাটনী

ঘ. নলকুবের

২৫. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া-

ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার

ঘ. কামিনী রায়

২৬. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- বাংলার সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?

ক. অনুদামঙ্গল

খ. পদ্মাবতী

গ. অশ্রুমালা

ঘ. লায়লী-মজনু

২৭. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ'- চরণ দুটি কার রচনা?

ক. আলাওল

খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘ. শেখ ফজলুল করিম

২৮. বারমাস্যা কাকে বলে?

ক. নায়িকার বারমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা

খ. দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনী

গ. নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস

ঘ. বারমাসের চাষাবাদের বিবরণ

২৯. মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন-

ক. ১৭৫৬

খ. ১৭৫২

গ. ১৭৬০

ঘ. ১৭৬২

৩০. 'ভাঁড়ুদত্ত' চরিত্রটি পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?

ক. মনসামঙ্গল কাব্য

খ. অনুদামঙ্গল কাব্য

গ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

ঘ. ধর্মমঙ্গল কাব্য

উত্তরমালা

০১	খ	০২	ঘ	০৩	গ	০৪	ক	০৫	খ
০৬	ঘ	০৭	খ	০৮	ঘ	০৯	খ	১০	ঘ
১১	ঘ	১২	ক,গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	খ
১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	গ	২০	খ
২১	খ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	খ
২৬	ক	২৭	খ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	গ